দর্শনায় ২ প্রতিষ্ঠান মালিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার তদারকির জন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে দর্শনা রেল বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। উক্ত অভিযানে ২টি প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা। জানাগেছে, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক দর্শনা রেল বাজারে মুদিদোকান, চাউল, ডিম, মুরগী, কাচাবাজার ও পাইকারি আড়ৎ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় মেসার্স সোবাহান স্টোরে অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা, বাচ্চাদের জন্য অস্বাস্থ্যকর রঙ মেশানো বিভিন্ন প্রকার চিপস বিক্রয়, মেয়াদ ও মুল্যবিহীন পণ্য বিক্রয়সহ বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: তরিকুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেসার্স জমজম চাউল ঘরের মালিক মো: সানাউল্লাহকে চাউলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ২টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মুরগি, ডিম, কাচাবাজার ও আড়তে অভিযান পরিচালিত হয়। সবাইকে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, অতিরিক্ত মুনাফা না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। এ সময় সহযোগিতায় ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: আনিসুর রহমান ও দর্শনা থানা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতিক বরাদ্দ

আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির নির্বাচনে মনোনয়ন উত্তোলনের শেষ দিনে মোট ৩৬ জনের মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেছিলেন।

গত ১৪ তারিখ প্রত্যাহারের শেষ দিনে ২ জন সদস্য পদপ্রার্থী আবু জাফর ডাক্তার ও আঃ সামাদ তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন,এতে করে বাকি ১০ জন সদস্য বিনা প্রতিদন্দিতায় বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হন।

গতকাল সোমবার বনিক সমিতির নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতিক বরাদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার সিরাজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম জানান বনিক সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন ছাতা প্রতিক,সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন দোয়াত কলম ও সাইফুল ইসলাম লিটন চাকা প্রতিক। অন্যদিকে সহ- সভাপতি পদে বর্তমান সহ-,সভাপতি কামরুল ইসলাম হীরা মাছ,হাফিজুর রহমান চশমা,রফিকুল আলম দেয়াল ঘড়ি ও আব্দুল হামিদ বটগাছ।সাধারন সম্পাদক পদে খোন্দঃ আব্দুল্লা আল মামুন সাইকেল,কামাল হোসেন আনারস। সহ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম বাঘ,বাবুলর রহমান ডাব,বদর উদ্দিন হাস,জাহাঙ্গির আলম গোলাপ ফুল।কোষাধ্যক্ষ পদে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মোরগ ও সোহানুর রহমান বাবুল হাতী।সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ মই,আমিরুল ইসলাম লিটন চেয়ার। ধর্মিয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল মিনার ও আসাদুল হক তারা। দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন কলম ও ইফতেকার আহমেদ টিয়াপাখি। ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাসুদ রানা মাসুম ফুটবল ও হাবিবুর রহমান আম প্রতিক।এছাড়াও নির্বাহী সদস্য পদে খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম,জসিম উদ্দিন,জয়নাল ক্যাপ,আঃ ওহাব কাবলু,ফারুক হোসেন,রেজাউল হক তোতা,রতন আলী,সাইদুল ইসলাম,,খন্দঃ সজিব,ও সিরাজুল ইসলাম মোট ১০ জন বিনা প্রতিদন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছে।

সভায় সকল প্রতিদন্দি ১০ জন কে স্বগতম জানান।গতকাল সন্ধা ৭টার দিকে বনিক সমিতি কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনার ৩৪ জনকে নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। তিনি জানান নির্বাচন শান্তিপুর্ন করতে আপনাদের সকলের সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখবেন আমরা শুধু মাত্র নির্বাচন করতে এসেছি, যে কয়দিন নির্বাচনী প্রচার প্রচারনা চলবে আমাদের নির্বাচনী বিধি মোতাবেক শান্তি পুর্ন ভাবে করবেন। আপনারা সমাজের বিবেক বান মানুষ,সকলেই ব্যাবসায়ি,আশাকরি করি অতিতের ন্যায় এবারও বনিক সমিতির নির্বাচন শান্তিপুর্ন হবে,প্রশাসনের সকলেই সহযোগীর আশ্বাস দিয়েছেন,বিশেষ করে ওসি মহদয় নির্বাচনের দিন সর্বাত্তক নর্◌িাপত্তার ব্যাবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ূাদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন, সামনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বলছেন সংবিধান অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হবে,এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর বিএনপি বলছে শেখ হাসিনার অধিনে কোন নির্বাচনে তারা যাবেনা। বিএনপি ভাইদের বলি,জিয়াউর রহমান রাইফেল ধরে মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় আসে। মিয়া? বড় বড় কথা বলেন,২১ বছর রাজত্ব করেছেন রাইফেল ধরে। একই লোক সেনাবাহিনীর প্রধান আবার দেশের রাস্ট্রপতি, এটা পৃথিবীর কোথাও নেই। আমাদের আইন শেখান? সেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে

[redacted]

[redacted]

নির্যাতন চালায়। এছাড়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে চেয়ারম্যান নিজেই। একজন ইউপি সদস্যদের একটি হাত ভেঙ্গে গেছে।

এছাড়াও খবর পেয়ে ছয় ইউপি সদস্য ঘটনাস্থলে পৌছে ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, এঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ঘটনাটি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ আটক ১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মিলন (৩৫) নামের এক মাদক কারবারি কে গাঁজা সহ আটক করেছে। আটককৃত মাদক কারবারি ভগিরাতপুর পুরাতনপাড়ার চাঁদ আলীর ছেলে।

থানা সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আসাদুর রহমান আসাদ, এএসআই মঞ্জুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান ডিউটি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন চারুলিয়া ব্রিজের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর থেকে মিলন হোসেন কে আটক করে।

এসময় আটককৃতর কাছ থেকে ৫’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। আটককৃত বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দোকান কর্মচারী মোস্তফার হত্যার রহস্য উন্মোচন

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দোকান কর্মচারী মোস্তফা আলী (২৪) চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যা মামলার মূল আসামি আকরাম হোসেনকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতার আসামি আকরাম হোসেন আলমডাঙ্গা মোড়ভাঙ্গা গ্রামের আকুব্বার আলীর ছেলে। দোকানের টাকা চুরি করায়, নিহত মোস্তফা সেটা দেখে ফেলায় তাকে হত্যা করা হয় বলে আসামী আকরাম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের মা শাহিদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ থানাধীন ১৩ নম্বর সেক্টর পূর্বাচল এলাকা হতে মূল আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যার দায় স্বীকার করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, হাটবোয়ালিয়া দোকান মালিক জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই মামলার আসামি গোলাম মোস্তফা সজিবের সঙ্গে গ্রেফতার আসামি আকরাম হোসেনের দোকানের মালামাল কেনাকাটা সূত্রে পূর্বপরিচিত।

আকরাম বিভিন্ন এনজিও সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হতাশাগ্রস্থ হওয়ার কথা সজিবকে জানায়। সজিব আকরামকে বলে যে, তার একটি কাজ করে দিলে সে মোটা অংকের টাকা দেবে যা দিয়ে এনজিও লোনের টাকা পরিশোধ করতে পারবে। দোকানের ক্যাশের ড্রয়ার থেকে টাকা-পয়সা নেওয়ার সময় মোস্তফা দেখে ফেলে এবং আসামি সজিবের ভাই দোকান মালিক জাহাঙ্গীরকে বলে দেয়। এই নিয়ে দোকান মালিক জাহাঙ্গীর ও তার ছোট ভাই আসামি সজিবের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। আসামি সজিব ক্ষিপ্ত হয়ে

দোকানের কর্মচারী মোস্তফাকে দোকানে না আসার জন্য হুমকি দেয়। মোস্তফা ভয়ে কিছুদিন দোকানে আসে না।

ঘটনার দিন দোকান মালিক জাহাঙ্গীর মোস্তফার বাড়িতে যেয়ে অনুরোধ করে দোকানে নিয়ে আসে। মোস্তফা দোকানের কাজ শেষে রাতে বাড়ি ফেরার পথে হাটবোয়ালিয়া মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর অবস্থিত স্টিল ব্রিজ পার হয়ে যাওয়ার সময় পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ওৎ পেতে থাকা সজিব ও আকরাম পেছন থেকে ভুক্তভোগী মোস্তফাকে ডাক দেয়। তাদের ডাকে মোস্তফা ফিরে আসলে আসামি আকরাম কৌশলে ভুক্তভোগীকে ব্রিজের পাশে পানের বরজের মধ্যে নিয়ে সজিব ও আকরাম চড়-থাপ্পড় মারলে মোস্তফা চিৎকার করতে গেলে মুখে গামছা চেপে ধরে। এতে মোস্তফা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

তখন আকরাম ও সজিব মোস্তফার হাত পা বেঁধে নাক-মুখে গামছা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে সজিব ও আকরাম মোস্তফাকে মাথাভাঙ্গা নদীতে থাকা মাছ ধরা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে পানির নিচে মোস্তফার কোমরের বেল্টের সঙ্গে গামছা দিয়ে বেঁধে রাখে। সজিব ঘটনার পরের দিন আকরামকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ঢাকায় চলে যেতে বলে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারের জাহাঙ্গীরের দোকানের কর্মচারী মোস্তফা আলী দোকানের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন। এর ১০ দিন পর ২৪ আগস্ট মহেষপুর-বাঁশবাড়ীয়া ফেরিঘাট এলাকায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অর্ধ গলিত মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। নিহতের মা শাহিদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দামুড়হুদায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে টিকটক: কিশোর আটক

দামুড়হুদায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে টিকটক করার অভিযোগে এক কিশোরকে (১৫) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা

হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন সোমবার তাকে আদালতে প্রেরন করা হবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমান বলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাংলাদেশি ইসলামী বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারীর ছবি সঙ্গে পুজার নাচের একটি ভিডিও টিকটকে আপলোড করে গ্রামের এক কিশোর। বিষয়টি রবিবার সকালে স্থানীয়দের মাঝে জানাজানি হলে গোবিন্দহুদা গ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকজন একত্র হতে থাকেন। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা, জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবির, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। গ্রামবাসী অভিযুক্তকে বিচারের দাবি জানালে প্রশাসন আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন একপাশে মিজানুর রহমান আজহারির ছবি ও আরেকপাশে পুজার নাচের দৃশ্য দিয়ে নিজের টিকটক আইডিতে আপলোড দেয় কিশোর। এতে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসী একত্র হতে শুরু করেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে রাতেই ইউএনও, সহকারী পুলিশ সুপার, ওসি ঘটনাস্থলে যায়। অভিযুক্তকে আইনের আওতায় এনে বিচারের আশ্বাদ দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, ঐ ছেলে একটি টিকটক ভিডিও ছেরেছে। এটার বিষয়ে এলাকায় একটু সমস্যা হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌছে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করে রাতেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ডিসি, এসপির সঙ্গে কথা বলেছি। আজ সোমবার তাকে বিগ্গ আদালতে প্রেরন করা হবে।

জীবননগরে সুবিধাভোগিদের সাথে

মতবিনিময় সভায় এমপি টগর

ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগি মানুষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে বন্দরের মাঠে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিত্রী মিত্র।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ানের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ ও সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাভোগি, মাতৃত্বকালিন, প্রতিবন্ধি, বয়স্ক, বিধবা ভাতাসহ সকল ভাতার আওতায় থাকা অসহায় মানুষদের সাথে এ সময় মতবিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

মতবিনিময় সভায় ভাতাভোগি প্রায় ২২০০ জন নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মি সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চিৎলা পশ্চিমপাড়ায় এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

আরও উপস্থিত ছিলেন,ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা রবিউল হক ঝন্টু, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শমসের আলী, সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক মোজাম, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বেল্টু হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুছদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আবু ছুডাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক শ্রী আতুস ঘোষ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জুলফিকার আলী,সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক কাউছার, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মহাসিন আলী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারেজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জেল হোসেন প্রমুখ।

কর্মি সমাবেশে আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির দুই নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছেন। প্রধান অতিথি জেলা আওয়ামীলীগর সভাপতি ও ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের হাতে ফুল দিয়ে তারা যোগদান করেন। তারা দুজনই চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। এছাড়া আইনাল হোসেন ২ নম্বর ওয়ার্ড ও আনোয়ার হোসেন ৫ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন।

জীবনগরে দুর্গা পূজা উদযাপনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপনে প্রস্তুতি মুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস

সালাম ইশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাইদ,উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার দীন ইসলাম।

আরো উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৈধ্য খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রমেন বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক সাগর কুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি জীবননগর শাখার আহ্বায়ক নারায়ন ভৌমিক, সদস্য সচীব যাদব কুমার প্রামানিক।

এছাড়াও উপজেলার ২৭টি পূজা মন্ডবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ বছর উপজেলায় ২৭টি পূর্জা মন্ডবে শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিপূর্ন পরিবেশে পূজা উদযাপনে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাসহ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।